সিপিএমের আন্দোলনের জেরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অচল হবে

প্রাত্যহিক সংবাদ (২২/১১/২০১০)

নিজস্ব প্রতিনিধি— টেকনিক্যাল স্টাফদের মাইনে আগের তুলনায় বেড়ে যাওয়ায় তড়িঘড়ি আন্দোলনে নামল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশন। আগামী ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২টা-৩টে পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় হাজার দুয়েক কর্মী। সিপিএম প্রভাবিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতাদের অভিযোগ, শূন্যপদ পূরণ করার ক্ষেত্রে গাফিলতি এবং নিচুতলার কর্মীদের ব্যাপক বেতন বৈষম্য হচ্ছে। তাই সাতটি ক্যাম্পাসে বন্ধ থাকবে যাবতীয় কাজ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক বাসব চৌধুরী জানালেন, "শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে কর্মীদের এই কর্মসূচি। তার জেরে রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষা সমস্ত ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে। অনেক কাজের দিন ঠিক করে রাখা সত্ত্বেও মানুষকে ঘুরিয়ে দিতে হচ্ছে।" গত বৃহস্পতিবার একটি চিঠি কর্তৃপক্ষকে দিয়ে শুরু হয়েছে আন্দোলন। শুক্রবার তার প্রভাব না পড়লেও সোমবার থেকে তার প্রভাব পড়বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলি ক্যাম্পাসে। পিছিয়ে যাবে ফলপ্রকাশ-সহ নানা কাজ। কারণ ২৫০০ সদস্যের মধ্যে প্রায় ২ হাজারই সিপিএমের ওই সংগঠনের। তবে সংগঠনের নেতা অঞ্জন ঘোষ জানালেন, "বেশ কিছু বকেয়া দাবি রয়েছে। এক তৃতীয়াংশ পদ শূন্য। প্রায় ১ হাজার মতো শিক্ষাকর্মীর পদ শীঘ্র পূরণ করার ক্ষেত্রে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ কর্তৃপক্ষ নিচ্ছে না। তাছাড়াও নিচু তলার কর্মীদের গ্রেড ডিভিশনের ক্ষেত্রেও কিছু সমস্যা রয়েছে। এতে কর্তৃপক্ষেরও কিছু দায়িত্ব থেকে যায়।" প্রসঙ্গত, শূন্যপদ পূরণের জন্য আন্দোলন করছে অন্যান্য সংগঠনগুলিও। কিন্তু, তারা কখনও কর্মবিরতির পথে যায়নি। এত বড় সংগঠন হয়েও মূল কাজের সময়ই বিরতির ডাক দেওয়ায় প্রায় অচল হয়ে পড়বে বিশ্ববিদ্যালয়। বেলা ১২টার আগে কাজ শুরু হয় না। বিকেল ৩টের পর আর কোনও কাজ হয় না। তাই এই আন্দোলনের জেরে লাইব্রেরির কাজ, প্র্যাকটিক্যাল সব বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত, সিপিএমের রাজ্যস্তরের কর্মচারী সমিতি যুক্ত সংগ্রাম পরিষদের ছাতার তলা থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল কর্মীরা আলাদা দাবিদাওয়া পেশ করেছিলেন। তার জেরে তাঁদের ফল মিলেছে হাতে হাতে। সেপ্টেম্বরের ঘোষণা মতো তাঁদের পরিবর্ধিত বেতন স্কেলের জিও এসেছে গত সপ্তাহেই। সেই তুলনায় দলের ব্যানারে থাকা সত্ত্বেও নিচুতলার কর্মীদের কোনও পরিবর্তন হয়নি। একজন নিচুতলার কর্মীর জুনিয়র সুপার হতে লেগে যায় প্রায় ২০ বছর। তারপর গিয়ে তিনি এই কর্মীদের সমতুল মাইনে পাবেন। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই টেকনিক্যাল স্টাফদের জন্য বের হওয়া এই নতুন অর্ডারে নেতৃত্বকে প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়তে হচ্ছে নিচুতলার কর্মীদের কাছ থেকে। তাই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে টেকনিক্যাল স্টাফদের ওই জিও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে কার্যকর হতে না দেওয়ারও অভিযোগ উঠছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে।

টেকনিক্যাল স্টাফদের সংগঠন, ইউনিভার্সিটি টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক বিনয় বিশ্বাসের অভিযোগ, "আমাদের এই অর্ডার সিন্ডিকেটের মাধ্যমে গ্রহণ করলে মাইনে বাড়বে। কিন্তু, তা হতে না দেওয়ার একটি চক্রান্ত চলছে। এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা নিচুতলার কর্মীদের দাবিদাওয়া না মিটলে তা হতে দেবে না বলে চাপ সৃষ্টি করছে। আমাদের আন্দোলনের জেরে আমরা কিছু সুবিধা পেয়েছি। তাতে সমস্যাটা কোথায়?" তবে অঞ্জনবাবুর দাবি, এটা একেবারে ভুল কথা। তাঁরা টেকনিক্যাল স্টাফদের এই অর্ডার কার্যকর হতে বাধা একেবারেই দিচ্ছেন না। রাজ্য সরকারের তহবিলের এখন যা অবস্থা তাতে শিক্ষাকর্মীদের নতুন বেতন চালু করা বেশ কষ্টকর। এরকমটাই জানা গিয়েছে মহাকরণ সূত্রে। তাই বিদ্রোহের এই আবহে কর্মীদের ধরে রাখারই চেষ্টা করছে সিপিএম।